১৫ , ৩ ,৭ হত্যা একই সুত্রে বাঁধা ।

১৫ই আগষ্ট ৩রা নভেম্বর অতঃপর ৭ই নভেম্বর

হারুন রশীদ আজাদ (সিডনী)

শিরোনামের সার্থেই প্রথমে জন্মক্ষনের সামান্য লিখতে হচ্ছে ।
একটি দেশ ,জাতি ও পতাকা , এর জন্য ২৩ বছরের আন্দোলন , এরপর গণ অভ্যুত্থান ! অতঃপর ৬দফা দাবির সফলতার ফল ৭০'র নির্বাচনে বাঙ্গালীজাতির ঐতিহাসিক বিজয় !তবুও যখন পাকি গাধার কান খাড়া হয়নি !তখনই ঘুরে দাড়ায় বাঙ্গালীজাতি ।অতঃপর ঐতিহাসিক দিবস ৭ই মার্চ ১৯৭১ । ঘোষিত হয় স্বাধীনতার জন্য প্রস্তুত হওয়া ও প্রতিরোধের নির্দেশ । অন্যদিকে পাকিস্তান যখন ২৫শে মার্চ অপারেশন সার্চ লাইট নামের বাঙ্গালী নিধনের ছক আকঁছিল , বঙ্গবন্ধু তখন (জাতিসংঘের চতুর্থধারায় উল্লেখিত স্বাধীনদেশ দ্বিতীয়বার স্বাধীনতা দাবি করতে পারবেনা) সেই ধারা ভঙ্গ করে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষনার পথ খুঁজছিলেন বঙ্গবন্ধু আর সেই সুযোগটিও এনেদেয় পাকিস্তানিরা !২৫শে মার্চ জিরো আওয়ারে ঘুমন্ত বাঙ্গালী জাতির উপর পাকিস্তানিদের গণহত্যার নীলনকঁশার অপারেশন সার্চ লাইট স্বাধীনতা ঘোষনার পথ করে দেয় ।সাথে-সাথে বঙ্গবন্ধু ঘোষনা করেন গণ-প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সাধীনতার চুড়ান্ত ঘোষনা । তখন রাষ্ট্রীয় প্রচার যন্ত্র গুলি রাত ১১টায় বন্ধ হয়ে যেত ।তাই সেই ঘোষনা প্রচারিত হয়ে ছিল সামরিক ও বেসামরিক ওয়্যারলেশে ।অবিশ্বাস করলে শত্রু পাকিস্তানের এক সেনা কর্ত্তার লেখা বই পড়তে পারেন । পাকিস্তানি পুর্বাঞ্চলের তৎকালিন সেনাপতি জেঃ নিয়াজির জনসংযোগ কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার সালিক সিদ্দিকর লেখা'' উইটনেস টু সারান্ডার ''বইটি ইতিহাসের আর একটি সাক্ষী ও দলিল ।

সর্বশেষ ৯মাসের এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধেও বাঙ্গালীজাতি তার সত্য ন্যায়ের পথে ঐতিহাসিক খুঁজে পায় , যুদ্ধজয়ের মধ্যদিয়ে মাথা উঁচু করে দাড়ায় । বিশ্ব সমাজে অবাক করা ইতিহাসের বিশাল এক সাক্ষী হয়ে থাকে ,সাক্ষী হয় ৩০লক্ষ শহীদের আত্মদান, ৪লক্ষ ৮৬হাজার মাবোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে রক্তলাল পতাকা । বঙ্গভুমিতে স্থায়ী হয় বাঙ্গালী জাতিয়তায় বিশ্বাসিদের আপন ভুমি বাংলাদেশ ।কিন্তু বিজয়ের ধারাবাহিকতা আবার আহত হয় নিজ ভুমিতে বসবাসরত ক্ষমতালোভি একটি গোষ্ঠিদ্বারা । এসব চক্রের পেছনে ১৯৭১ সালের পরাজিত শক্তি নিবিরভাবে পরার্মশকের ভুমিকায় কাজ করে । তারই বর্হিপ্রকাশ ১৫ই আগষ্ট ৩রা নভেম্বর অতঃপর ৭ই নভেম্বর । ধারাবাহিক ভাবে ঘটে এসব হত্যাকান্ড । তিনটি ঘটনায় তিন স্তরের হত্যাকান্ড ঘটে । প্রথমে ১৫ই আগষ্ট ,রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতাকে হত্যাকরে রাষ্ট্রক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রনে নেয় খুঁনিরা ।

সংসদ , সংবিধান তখনও বহাল ।শুধ্র রাষ্ট্রপতিকে হত্যাকরে সিংহাসন দখল হয়েছে , কিন্তু সংবিধানিক জটিলতা কাটাতে স্বাধীনতা উত্তর প্রথম গঠিত ২৪ সদস্য বিশিষ্ঠ মন্ত্রী সভার সকলকে গৃহ বন্দী করাহয় সেই জটিলতা উত্তরনের জন্য । কিন্তু আর্দশনেতার বীর পুরুষেরা উল্টো ঘুরে দাড়ায় , সংসদ অচল করে দেয় দেশ প্রেমে পরীক্ষিত জাতিয় নেতারা । অন্যদিকে অবৈধ রাষ্ট্রপতি পুতুল শাসক মোস্তাক জেঃ সফিউল্লাহকে সড়িয়ে নিয়োগদেন অবৈধ সেনাপতি জিয়াউর রহমানকে । ২০শে আগষ্ট বিকালে জিয়াকে নিয়োগদেন মোস্তাক আর জিয়া সেনাপতি হয়েই ২৪ সদস্যের মন্ত্রীসভার গৃহবন্দী সকলকে সন্ধ্যায় গ্রেপ্তারে ব্যবস্থা করেন । ৭১'র রণাঙ্গন ও অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের (খন্দকার মোস্তাক সহ) ৬ সদস্য বিশিষ্ট মন্ত্রীসভার চারজন তখনও জীবিত এবং বন্দী হয়ে স্থান পায় জেল খানায় ।

৩২ নাম্বার বাড়ীর রক্তের তখনও শুকায় নাই ।আবার ৩রা নভেম্বর ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের হত্যাকরাহয় ৭১'র রণাঙ্গন ও অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের চার জাতিয় নেতাদের !! ঐ হত্যাকান্ডে একটি প্রতিশোধের চুড়ান্ত ফল ঘরে তুলে ৭১'র পরাজিত পাকিস্তান আর বাংলাদেশ বিরুধী গোষ্ঠি । পর-পর তিনবার অমানবিক হত্যাকান্ডে ও সেনাকর্ত্তাদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল আর পদ নিয়ে কারকারিতে সেনানিবাস গুলিতে উত্তেজনা বাড়তে থাকে এবং সেনাবাহিনীর চেইন অফ কমান্ড ভেংগে যায় সেই সময়ে । অবস্থা এমন ভাবে অনুভব হতে থাকে যেন মুক্তিযুদ্ধটা ছিল অপরাধ মুলক একটি কার্য্যক্রম ! এমতাবস্থায় সেনাবাহিনীতে উচ্চশিক্ষা ও মেধা তালিকার শীর্ষে থাকা খালেদ মোশারফ ও তার সহযুদ্ধাগণঘুরে দাড়ান !এবং জিয়াউর রহমানকে জোড় পুর্বক সড়িয়ে নৌ ও বিমান বাহিনীর সর্মথনে নিজেকে সেনাবাহিনীর প্রধান হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন ।সেই সাথে রণাঙ্গনের সাথী জিয়াকে পদচ্যুত ও অবসরে যেতে বাধ্যকরেন।সেই সাথে জিয়াকে গৃহ বন্দী করেন তার সরকারি বাসভবণে ।(৩-৭ই নভেম্বর)এরপর মোস্তাখ কে স ড়িয়ে সংবিধান মোতাবেক প্রধান বিচারপতি সায়েমকে বসানো নিয়ে যখন খালেদ ব্যস্ত ,ঠিক সেই ভোরে রাতেই জেল হত্যার ঘটনাটি ঘটে !!আর
তখনই ত্রিমুখি লড়াই শুরু হয় সেনানিবাসে খালেদ মোশারফ , জিয়া , এবং তাহের এর গণ বাহিনীর মধ্যে ।

রক্তের সেই হুলি খেলায় জড়িয়ে পরে ১৯৭৩ সালে পাকিস্তান ফেরত ২৬,হাজার , আর ৭১ এর মুক্তি যোদ্ধাসৈনিক সংখ্যা সাড়ে আট হাজার ,তার মধ্যে সেনাবাহিনীতে আওয়ামি লীগ সরকারের বিরুদ্ধে গড়ে তোলা তাহেরের গণবাহিনী জিয়াকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে আনলেও তরিৎ গতিতে জিয়ার নিয়ন্ত্রন চলে যায় পাকিস্তান ফেরত সৈনিকদের হাতে ।অন্যদিকে তাহের-মোশারফএর বিভক্তি তে জিয়ার পালা ভারি হয়ে যায় ।তাছাড়া ও তখন সাধারন সৈনিকদের ধ্বনি ছিল সিপাহি সিপাহি ভাই-ভাই, অফিসারের রক্তচাই ! মুলতঃ এই ধ্বনিদিয়ে দিয়েই সেনাকর্ত্তা নিধনের বিপ্লব ছড়িয়ে পরেছিল সেনা ছাউনিতে ।অন্য পক্ষটি সৃষ্টি হয়েছিল বার-বার রাজনৈতিক নেতাদের হত্যা ও জেল খানার হত্যাকান্ডে সৈনিক ও অফিসারদের ক্ষোভ থেকে ।সেই ক্ষোভ আশাতিত ভাবে বেড়ে যায় তারই ফলশ্রুতিতে ঘটে ৭ই নভেম্বর সিপাহি বিপ্লব !!তখনকার সেই সিপাহি বিপ্লব ছিল সেনা শিবিরের বিপ্লব তাকে জনগণের বিন্দুমাত্র অংশ গ্রহন ছিলনা , তবে এক শ্রেনীর জনতাকে ভাড়াকরা ট্রাকে করে টোকাই ও ৭১'র যুদ্ধে পলাতকদের মুখ দেখা যায় সেই ট্রাকে আমাদের পুরানো শহরের নগর মুসলীম লীগের শীর্ষরাজাকার ২০টি ট্রাক আমাদের এলাকায় পাঠায় সেই ট্রাক রাজধানির রাজপথে বার-বার উল্লাস ছড়িয়ে সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষনের মুখ্য ভুমিকা রাখে ।তবে প্রায় সবট্রাকে ই টুপি মার্কা নেতাদের দেখা যায় ! যারা ঐসবট্রাকের ভাড়ার ব্যবস্থা ও অর্থ যোগান দিয়েছিল তাদের কাউকেট্রাকে দেখা যায়নি ।সে সময় পুরানো ঢাকা ছিল রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু ।সাতই নভেম্বরের সেই সিপাহি বিপ্লবই আজ ''সিপাহি জনতার বিপ্লব'' নামে পালিত হচ্ছে । সে সময়ের নেপথ্য নায়কদের পরিকপ্লিত অপ প্রচার আজও রাজনৈতিক হাতিয়ারে ব্যবহৃত হচ্ছে ।
১৫ই আগষ্টের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত জিয়ার ভুমিকা ছিল খুবই সন্দেহ জনক , তিনটি লোমহর্ষক ঘটনার পরেও তার শাসনামলে ক্ষমতা ধরে রাখতে গিয়ে জিয়ার হাতে কথিত বিদ্রোহের নামে
হাজার হাজার সৈনিক প্রাণ দিয়েছে ।কথিত এক সামরিক অভ্যুত্থানের অভিযোগে ১৯৭৭ সালের ২রা অক্টোবরই ৬৬৯ জন

বিমানবাহিনীর সদস্যকে ফাঁসি তে ঝুলিয়ে হত্যা করেছে মেঃ জেঃ জিয়া ।

রাষ্ট্রক্ষমতা ধরে রাখা ও ৭১'র প্রভুদের খুশী করতে গিয়ে জিয়া ৭১'র শীর্ষ দালাল জাতিসংঘে পাকিস্তানি প্রতিনিধি ও মুসলীম লীগের শীর্ষ পাকিস্তানি নেতাকে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী করেছেন , গোলাম আযমকে পাকিস্তান থেকে দেশে এনে জামাতের রাজনীতি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেছেন । ২২০০০ যুদ্ধাপরাধিদের ছেড়েদিয়েছেন, ৭১'র রাজাকার , আলবদর ,আল শামসদের বিচারের জন্য তৈরী দালাল আইন বাতিল করেছেন , আর সবকিছুই তিনি করেছেন সামরিক আইনের দ্বারা যা ছিল সংবিধান পরিপন্থি ।বিএনপির উৎসাহি নেতা কর্মিরা সঠিক ইতিহাসকে বিকৃত করবে এটা রাজনীতির অংশ হতে পারেনা ।

৭ই নভেম্বরের সিপাহি বিপ্লব জিয়ার সর্মথক দ্বারা যদি ঘটেও থাকে তাতে রাজনীতিক বা রাষ্ট্রক্ষমতা বিষয়ক কি সর্ম্পক থাকতে পারে !সেনাপ্রধান কি কোন রাষ্ট্রপতির পদ ! -নাকি প্রধানমন্ত্রীর মর্যদার পদ ? সংবিধানিক ভাবে জিয়া ছিলেন রাষ্ট্রের একজন বেতনভুক্ত কর্মকর্ত্তা মাত্র !দুই উপ প্রধান সেনাপতির মধ্যে জিয়া দুই বছরের সিনিয়র হলেও জিয়ার থেকে খালেদ মোশারফ ছিলেন অনেক বেশি শিক্ষিত গণিতে সর্ণ পাওয়া ও উচ্চমেধা স্বীকৃত ,আর সেই দন্দ্বের বর্হিপ্রকাশ ঘটেছে অবৈধ শাসকের আসনে থাকা পুতুল মোস্তাক কর্তৃক সফিউল্লাহকে সরিয়ে জিয়াকে অবৈধ ভাবে সেনাপতি নিয়োগ ।সেই দন্দ্বে জিয়া বিজয়ী হয় বলেইসেদিন প্রাণদিতে হয় ৭১'র স্বাধীনতা যুদ্ধের তিন বীরউত্তম পদাধিকারি খালেদ,তাহের,ও ৭১'র ২৭শে সেপ্টেম্বর বর্তমান শেরাটন হোটেলে ও গোলাম আযমের মগবাজারের বাড়ীতে অপারেশন কারি দুর্দষ্য ক্র্যাক প্লাটুনের সফল নায়ক মেজর হায়দার কে ! রণাঙ্গনের বন্ধুর হাতে স্বাধীন ভুমিতে প্রাণ হননের এই করুন ইতিহাস মুক্তি যোদ্ধাদের গর্বিত ইতিহাসকে কলংকিত করা হয়েছে পরিকল্পিত ভাবে ।

কথিত আছে জিয়ার জীবদ্দশায় ক্ষমতা থাকাকালিন সময়ে বিভিন্ন সময়ে ২০বারের অধিক সেনা বিদ্রোহের নামে ৭১'র মুক্তিযোদ্ধাসৈনিকদের হত্যা করা হয়েছে আর ঐ সব ঘটনার সময় জিয়ার মন্ত্রনা দাতা ছিলেন পালের গোদা রাজাকার শাহ আজীজুর রহমান , অপরজন আওয়ামি লীগের ৭০'র বিজয়কে নিষিদ্ধ করে ৭১'র যুদ্ধকালিন সময়ের উপ-নির্বাচন নাটকের নটের গুরু বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিচার পতি ছাত্তার । তাই ১৫ই আগষ্টের সব কিছুর সুবিধা ভোগি পরলোকগত জিয়া বাংলাদেশের শিহরিত হওয়া কোন হত্যার দায় এড়াতে পারেননা , উচ্চাদালতের সিদ্ধান্তে এড়াতে পারেননি অবৈধ ভাবে ক্ষমতা দখলের অভিযোগ । সার্চলাইটের আলোতে গুণলে দেখা যাবে বি এনপির নিচেই লুকিয়ে থেকে মুল কাজ গুলি করেছে ৭১'র যুদ্ধাপরাধিরা ।আজ হউক কাল হউক এই ইতিহাস একদিন বেড়িয়ে আসবেই !!